একবিংশ শতাব্দীর বিস্ময়বালক স্যার সুবর্ণ আইজ্যাক বারী

গাজী আনোয়ার শাহ

কিসে আমাদের চুপ করিয়ে দিলো? কোন মোহে আমারা আজ অন্ধ? কিসের টানে আমরা আমাদের নিজস্ব সম্পদের অবহেলা করছি?

আপনাকে ভুলে গিয়ে মিতালি গড়েছি অন্যে। আমাদের এই চিরাচরিত অভ্যাসকে পাল্টাতে রম্যসাহিত্যিক অবুল মনসুর আহমেদ, সৈয়দ মুজতবা আলী, আব্দুশ শাকুরের মত মহান লেখকগণন মারাত্মক বিদ্রুপ করেছেন। যুগ যুগ ধরে লালন করা অজ্ঞতা, হীনতা, নীচতা, অন্ধত্বতা, অপসংস্কৃতি, তোষামুদি আমাদের রক্তে আজো মিশে আছে। আমরা কখনো নিজেদের আবিষ্কার করতে শিখিনি।

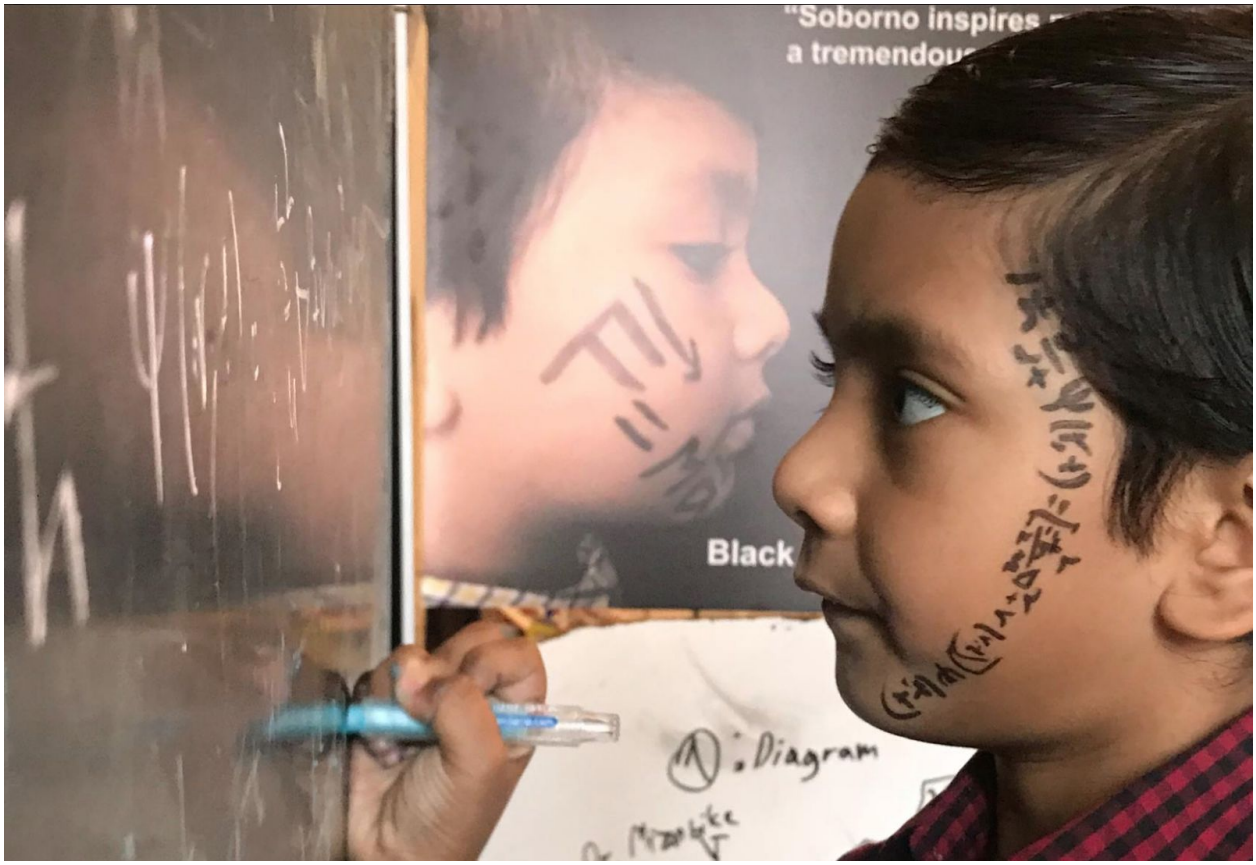

একবিংশ শতাব্দীর বিস্ময়বালক স্যার সুবর্ণ আইজ্যাক বারী। বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত এই হীরের টুকরো মাত্র চার বছর বয়সেই তার অসাধারণ ক্ষমতা, প্রতিভা দেখিয়ে বিশ্ববাসির দৃষ্টিতে আসেন। গড গিফট প্রতি শতাব্দীতে একজন করে আসে, শিশু আইজ্যাক বারী এ শতাব্দীর আশির্বাদ বলে আমি মনে করি।

স্যার আইজেক নিউটনের সাথে যাকে তুলনা করা হচ্ছে, তাকে কতটুকু চিনি আমি? বিশ্বপাড়ায় যাকে নিয়ে রীতিমত আনন্দের জোয়ার বইছে। যুক্তরাষ্ট্র যখন বলছে আইজেক আমাদের সম্পদ ঠিক তখন আমরা কিছু সস্তা বিষয় নিয়ে মেতে আছি। নিজেরাই ক্ষুদ্রমনা জাতী হিসেবে, অকৃতজ্ঞ জাতী হিসেবে শিশু সন্তান এবং তাঁর পরিবারের কাছে উপস্থাপিত হচ্ছি।

আমরা বড় আত্মভোলা জাতী। আমাদের সন্তান যখন অক্সফোর্ড, হার্ভাড, রানী এলিজাবেথ, বারাক ওবামা এবং সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তীক সম্মানিত হয় তখন আমাদের দেশের জনগণ এবং সরকার যেন কিছুই জানেন না। যে বিস্ময়

বালকের গন্তব্য নোবেল প্রাইজ তাকে নিয়ে কোন বিশেষ রিপোর্ট হয় না। আমরা তাহসান মিথিলার বিচ্ছেদে পত্রিকার হেড লাইন বানাতে পারি, আমরা খেলা নিয়ে বিশাল পতাকা বানাবার রেকর্ড গড়তে পারি, আমরা আজীবন বিদেশী বন্দনা করতে পারি কিন্তু নিজের ঘরের সন্তান যখন পৃথিবীমঞ্চে দাঁড়িয়ে দেশ মাতাকে সম্মানিত করছে তার প্রতি কোন দায়িত্ববোধ, মমত্ববোধ দেখাতে পারছি না। বিশ্বমিডিয়া যে খবর জোর দিয়ে প্রকাশ করছে সেখানে আমাদের ইলকট্রনিক মিডিয়ায়, পত্রিকায় কোন বিশেষ গুরুত্ব পায়নি সূবর্ণ।

সুবর্ন আইজ্যাকের বাবা Rashidul Bari স্যার একাই একটা মানুষ লড়ে যাচ্ছেন নিজ সন্তানের বাংলাদেশী মিডিয়া হয়ে। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হতাশার অন্ধকারে ডুবে আছেন। এই আমার প্রিয় জন্মভূমি! যে দেশ গুণীর সম্মান করতে জানে না, সে দেশে গুণীর জন্ম কী করে হবে? যে মানুষটির শরীরে বাংলামায়ের রক্ত মিশে আছে, বাংলার স্মৃতি যাকে প্রতি মুহূর্তে আন্দোলিত করে, বাংলাদেশ যার শেষ ঠিকানা সে মানুষটি হতাশ হচ্ছেন বাংলার রহস্যজনক আচরণে। যে সন্তানের শৈশবে, কৈশরে একজন বাঙ্গালী হিসেবে আমার কোন ভূমিকা নেই, ছিলো না সে কি করে আগামী দিনে বিশ্ব মঞ্চে দাঁড়িয়ে গর্বের সাথে বলবে আমি বাংলাদেশের সন্তান!

একটি নিষ্পাপ শিশুর কর্মদক্ষতাকে, তার মেধা মননকে, তার সৃজনশীলতাকে, তার বিস্ময়কর জ্ঞানচর্চাকে যদি জাতী হিসেবে আমরা মূল্যায়ন করতে না পারি তবে কি করে আমি বলবো আইজেক বারী গর্বিত বাঙ্গালী পিতার স্বর্গ সন্তান।

আইজেক বারী আমাদের সন্তান, আমাদের স্বপ্ন। সে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রাকে সমুন্নত করবে। আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এবং গুণী বিজ্ঞানী হবে এ আশা বুকে ধারণ করতে হবে, লালন করতে হবে।

তার সফলতায় আমি আনন্দিত হই।

আমি খুশিতে বাকহীন হই। একজন দেশীয় হিসেবে কতটুকু মূল্যায় করতে পেরেছি সে হিসেব দিতে একদিন ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে আমায়। আমরা আর কত মেধাকে নিরুৎসাহিত করবো? আর কত স্বপ্নকে অঙ্কুরে নষ্ট করে দিবো? কতকাল অতিক্রান্ত হলে পরনির্ভরতা কমবে আমাদের?

আমরা কথায় কথায় বিদেশী মনীষীদের উদ্ধৃতি দেই, নিজেদেরকে ছোট মনে করি, শূন্য মনে করি। আমরা আমাদের যোগ্যতাকে বিশ্বাস করতে পারি না, আমাদের সফলতাকে মেনে নিতে পারি না। আমরা পারি পরপূজা করতে।

যদি আমাদের অবহেলায়, অযত্নে একটি নিষ্পাপ ফুলের পাতা শুকিয়ে যায় তবে তাঁর হারিয়ে যাওয়া আমাদের অভিশাপ দিবেই।

বিদেশ থেকে রোবট ভাড়া করে এনে প্রযুক্তি প্রদর্শনে স্বার্থকতা নেই। নিজেদের অর্থায়নে স্যাটেলাইট বানানো বা পাঠানোতে কৃতিত্ব নেই। বিদেশ নির্ভরতায় কোনদিন সক্ষমতা আসবে না। নিজেদের আত্মশক্তিতে বলিয়ান হতে হবে। আমাদের দেশের অগ্রযাত্রাকে গতিশীল করবে আমদের মেধা। আমরা প্রতিযোগিতা করবো বিশ্বদরবারে। মেধাপাচার নয় মেধাকে যথাযথ মূল্যায়নে আমরা হবো উদাহরণ।

"অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে" শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন কেন পাকিস্তানের পরে স্বাধীন হওয়া জাপান দ্রুতই স্বনির্ভর জাতী হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে শক্ত জায়গা করে নিয়েছে।

মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, জাপান, চীন, ভারতসহ এশিয়ার যে দেশগুলো আজ সুপার পাওয়ার, তাঁরা নিজেদের মেধা নিয়ে বড় হয়েছে। ধার করা জ্ঞান দিয়ে আধুনিকতার ফেরি করে বেড়াননি।

এমন একদিন আসবে বাংলাদেশের মানুষ একদিন তাদের শিশুদের সুবর্ণের গল্প শুনিয়ে বাচ্চাদের ঘুম পাড়াবে। আমি অবাক হয়েছি আমার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া বন্ধুদের জবাবে, তাঁরা বলছে তাঁরা সুবর্ণকে চিনে না। কেউবা চিনলেও অল্প অল্প।

অনেক অনেক শুভকামনা প্রিয় সুবর্ণ বারী।